

বিশ্ব খ্রিস্টান 2025: আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গি
জিনা এ. জুলো, টড এম জনসন এবং পিটার এফ ক্রসিং

1985 সালে, ডেভিড বি. ব্যারেট ইন্টারন্যাশনাল বুলেটিন অফ মিশনারি রিসার্চের জানুয়ারি সংখ্যায় এই সিরিজের প্রথম পরিসংখ্যান সারণী তৈরি করেছিলেন। তিনি তার ব্যাপক এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় বিশ্ব খ্রিস্টান এনসাইক্লোপিডিয়া (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, 1982; 2য় সংস্করণ, 2001; 3য় সংস্করণ, এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটি প্রেস, 2019) প্রকাশ করার তিন বছর পর এই টেবিলটি তৈরি করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল, সংক্ষিপ্ত আকারে, বৈশ্বিক খ্রিস্টান ধর্মের বর্তমান অবস্থা বোঝার জন্য প্রাসঙ্গিক সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক পরিসংখ্যানের একটি বার্ষিক আপডেট। ডেটা তুলনামূলক দৃষ্টিকোণে উপস্থিত হয় এবং 1900, 1970, 2000, 2020, 2025 এবং 2050 সালের জন্য অনুমান প্রস্তাব করে। 1985 সাল থেকে প্রতিটি টেবিলের সেট ডেটার অবস্থান, আরও প্রসঙ্গ প্রদান এবং বিস্তৃত করতে সাহায্য করার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য প্রদান করেছে তথ্যের প্রভাব সম্পর্কে

এই নিবন্ধটি আন্তর্জাতিকে বার্ষিক পরিসংখ্যান প্রদানের 41তম বছরের প্রতিনিধিত্ব করে মিশন রিসার্চের বুলেটিন। এই বছর নিবন্ধটি খ্রিস্টান প্রবণতাগুলির উপর একটি ভৌগলিক দৃষ্টিভঙ্গি নেয় - বৃদ্ধি, পতন, স্থবিরতা - জাতিসংঘের দ্বারা সংজ্ঞায়িত মহাদেশগুলির উপর ফোকাস করে, পাশাপাশি মধ্য প্রাচ্য। 2 টেবিল 4 আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা এবং ওশেনিয়ার মহাদেশীয় পরিসংখ্যান প্রদান করে। মধ্যপ্রাচ্যও অন্তর্ভুক্ত, যা উত্তর আফ্রিকা এবং পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি দ্বারা গঠিত। 21 শতকের গোড়ার দিকে, বিশ্ব খ্রিস্টধর্মের অপরিহার্য জনসংখ্যার বেশিরভাগই বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে এর বিভিন্ন আকারে পাওয়া যায়। 1900 সালে, সমস্ত খ্রিস্টানদের 82% গ্লোবাল নর্থে, ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার "খ্রিস্টধর্ম" অঞ্চলে বসবাস করত। 20 শতকের সময়, গ্লোবাল নর্থে খ্রিস্টান সঙ্কীর্ণতা হ্রাস পায় এবং গ্লোবাল সাউথে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। 1970 সাল নাগাদ, গ্লোবাল নর্থের সমস্ত খ্রিস্টানদের শতাংশ 57% এ নেমে এসেছে। 1980 সালের কাছাকাছি কোনো এক সময়, এটি 50% মার্কেট নিচে নেমে আসে। 4 2025 সালে, বিশ্বব্যাপী সমস্ত খ্রিস্টানদের 69% আফ্রিকা, এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা এবং ওশেনিয়ায় বসবাস করত, 2050 সালের মধ্যে 78% এ পৌঁছানোর অনুমান করা হয়েছিল। আফ্রিকা 2018 সালে সবচেয়ে বেশি খ্রিস্টান মহাদেশে পরিণত হয়েছিল (ল্যাটিন আমেরিকায় 420 অতিক্রম করে)। একই সময়ে, মধ্যপ্রাচ্যে খ্রিস্টধর্ম 1900 সালে জনসংখ্যার 12.7% থেকে 2025 সালে 4%-এ হ্রাস পেয়েছে, ভবিষ্যতের জন্য অবিরত অনিশ্চয়তা।

আফ্রিকা

গত 125 বছরে, আফ্রিকা যেকোনো মহাদেশের সবচেয়ে নাটকীয় জনসংখ্যাগত ধর্মীয় পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা পেয়েছে। 5 1900 সালে, আফ্রিকার ধর্মীয় জনসংখ্যা দক্ষিণে বেশিরভাগ ঐতিহ্যবাহী ধর্ম (62.5 মিলিয়ন) এবং উত্তরে ইসলাম (35 মিলিয়ন), সমগ্র মহাদেশে 9.6 মিলিয়ন খ্রিস্টানদের দ্বারা বিভক্ত ছিল। 2025 সাল নাগাদ, খ্রিস্টধর্ম বেড়েছে 754 মিলিয়ন (49.3%), যেখানে ইসলাম বেড়েছে 636 মিলিয়ন (41.6%)। আফ্রিকান সনাতন ধর্মের অনুশীলনকারীরা 1900 সালে 58% থেকে 2025 সালের মধ্যে প্রায় 8%-এ নেমে এসেছে। বর্তমানে জাতিগত ধর্মবাদের উপস্থিতি কিছুটা অপ্রত্যাশিত বিকাশ, কারণ 20 শতকের প্রথম দিকে অনেকেই একটি প্রজন্মের মধ্যে এই ঐতিহ্যগত ধর্মগুলির সম্পূর্ণ অন্তর্ধানের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। আফ্রিকার সামগ্রিক জনসংখ্যা 20 শতকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, জনসংখ্যা 2.5-এ উন্নীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে 2050 সালের মধ্যে বিলিয়ন। আফ্রিকায় খ্রিস্টধর্মের একচেটিয়া উপস্থিতি নেই। শুধুমাত্র চারটি প্রধান ঐতিহ্যই (ক্যাথলিক, স্বাধীন, অর্থোডক্স, প্রোটেস্ট্যান্ট) উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতিনিধিত্ব করে না, তবে আফ্রিকার মাটি থেকে হাজার হাজার সম্প্রদায়ের জন্ম হয়েছে, যার বেশিরভাগই স্বাধীন - খ্রিস্টধর্মের মধ্যে সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় এবং দ্রুত বর্ধনশীল আন্দোলন। বৃহত্তম সম্প্রদায়গুলি এখনও ক্যাথলিক, অর্থোডক্স এবং অ্যাংলিকান, কিন্তু স্বাধীন গীর্জাগুলি একইভাবে দৃশ্যমান এবং সমাজে সক্রিয়। আফ্রিকান খ্রিস্টানরা ক্রমবর্ধমানভাবে প্রধান খ্রিস্টান ঐতিহ্যের মধ্যে এবং আফ্রিকা ও পশ্চিমে উভয় বিশ্বব্যাপী খ্রিস্টান ফোরামে নেতৃত্ব প্রদান করছে।

এশিয়া

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে এশিয়া তার ধর্মীয় গঠনে গভীর পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছে। 6 চীনা লোক-ধর্মবাদী এবং বৌদ্ধ, যারা 1900 সালে এশিয়ার জনসংখ্যার 50% এরও বেশি ছিল, 2025 সাল নাগাদ 20% এ নেমে

এসেছে। সনাতন ধর্মের অনুশীলনকারীরাও এই শতাব্দীতে ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়েছে, এশিয়ার জনসংখ্যার 5.3% থেকে 5.3% 2050 তে। একই সময়ে, হিন্দু জনসংখ্যা এবং মোট অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও হিন্দুরা এখনও ভারতীয় উপমহাদেশে কেন্দ্রীভূত। মুসলমানরা কিছুটা দ্রুত গতিতে বেড়েছে এবং 2025 সালে জনসংখ্যার 28.3% সহ মহাদেশের বৃহত্তম ধর্ম হিসাবে চীনা লোক-ধর্মবাদের স্থানচ্যুত করেছে। খ্রিস্টানরা 20 শতকে সাধারণ জনসংখ্যার তুলনায় দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং 2025 সালে এশিয়ার জনসংখ্যার 8.7% প্রতিনিধিত্ব করেছে। 19 তম এবং এশিয়ার প্রথম দিকের 2025 সালের প্রথম দিকের গুরুত্বপূর্ণ মিশন ছিল খ্রিস্টানরা। অনেক যারা এশিয়ান সমাজের শ্রেষ্ঠ এবং খ্রিস্টধর্ম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার চূড়ান্ত স্বীকৃতিতে বিশ্বাসী। যদিও অধিকাংশ প্রত্যাশার বিপরীতে, এশিয়া বিংশ শতাব্দীতে সবচেয়ে অধর্মীয় মহাদেশে পরিণত হয়েছে। এটি মূলত কমিউনিস্ট শাসনের বিস্তারের কারণে হয়েছিল যাদের নীতি ধর্মগুলিকে নিষিদ্ধ করেছিল এবং নাস্তিকতাবাদী মতাদর্শ প্রচার করেছিল। অষ্টোয়বাদী এবং নাস্তিকরা দ্রুততম বৃদ্ধি পেয়েছে, সমগ্র শতাব্দীতে প্রতি বছর গড়ে প্রায় 10%। 1900 সালে, অধর্মীদের সংখ্যা ছিল 55,000 এর কম কিন্তু 2025 সালের মধ্যে 645 মিলিয়নেরও বেশি, যা এশিয়ার জনসংখ্যার মাত্র 13% এরও বেশি। এশিয়ান খ্রিস্টধর্মের মধ্যে পরিবর্তনগুলি সমানভাবে গভীর হয়েছে। 1900 সালে বেশিরভাগ খ্রিস্টান ছিল ক্যাথলিক এবং অর্থোডক্স, প্রধানত পশ্চিম এশিয়া, ভারতীয় উপমহাদেশ এবং ফিলিপাইনে। 2025 সালের মধ্যে ভারসাম্য স্বাধীন গীর্জা, বিশেষ করে চীনের গৃহ গীর্জাগুলিতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। অ্যাংলিকানরা (ভারত ও পাকিস্তানের প্রোটেষ্ট্যান্ট ইউনিয়ন গীর্জাগুলিতে শোষিত) জনসংখ্যার অনুপাতে হ্রাস পেয়েছে, যেখানে পশ্চিম এবং উত্তরে অভিবাসনের মাধ্যমে অর্থোডক্স চার্চগুলি ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। ক্যাথলিক এবং প্রোটেষ্ট্যান্টরা আরও ভাল কাজ করেছে, কারণ তাদের মিশন কার্যক্রমগুলি আদিবাসীদের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণে উত্সাহিত করতে কার্যকর হয়েছে। সবচেয়ে দ্রুত বর্তমান বৃদ্ধির হার দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পাওয়া যায়। মঙ্গোলিয়া, নেপাল এবং কম্বোডিয়া 1990 সাল থেকে উল্লেখযোগ্য খ্রিস্টান বৃদ্ধির জন্য উল্লেখযোগ্য এবং বিশ্বের খ্রিস্টধর্মের কিছু নতুন অভিব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করে।

মধ্যপ্রাচ্য

"মধ্যপ্রাচ্য" প্রযুক্তিগতভাবে একটি পৃথক জাতিসংঘের অঞ্চল নয়, তবে বিশ্ব খ্রিস্টধর্মে এর তাৎপর্যের কারণে এটি এই বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত। খ্রিস্টানরা 1900 সালে এই অঞ্চলের জনসংখ্যার 12.7% ছিল কিন্তু 2025 সালে মাত্র 4.1%, এবং সম্ভবত তারা 2050 সালের মধ্যে জনসংখ্যার 4.0% বা তার কম প্রতিনিধিত্ব করবে, যদিও এই অঞ্চলে ভবিষ্যত অনুমান করা কঠিন। 7 মুসলিমরা 1900 সালে 86% থেকে 92.29% তে স্থিতিশীল হয়ে 92.25% এ স্থিতিশীল হয়েছে। 2050. 2050 এর অনুমান বর্তমান খ্রিস্টান দেশত্যাগের প্রবণতার উপর ভিত্তি করে এবং বিশেষ করে ইরাক এবং সিরিয়ায় স্পষ্ট। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং/অথবা সামাজিক অবস্থা যদি এই দেশের যেকোনো একটিতে খারাপ হয়, তাহলে 2050 সালে অবশিষ্ট খ্রিস্টানদের সংখ্যা অনেক কম হতে পারে। যদিও মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশ 1900 থেকে 2025 সালের মধ্যে তাদের জনসংখ্যার খ্রিস্টান শতাংশে উল্লেখযোগ্য পতনের সম্মুখীন হয়েছে, লেবানন একটি বিস্ময়কর 43 শতাংশ পয়েন্ট হ্রাস করেছে, মূলত তিনটি কারণের কারণে: প্রথম, কম জন্মহার, খ্রিস্টানদের তুলনামূলকভাবে উচ্চ অর্থনৈতিক অবস্থার ফলাফল; দ্বিতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া এবং বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশে অভিবাসন, বিশেষ করে 1975 থেকে 1990 সালের যুদ্ধের সময়; এবং তৃতীয়ত, জাতীয় বিষয়ে খ্রিস্টানদের প্রভাব হ্রাস পাচ্ছে। 1970 সাল নাগাদ অনেক খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ক্ষতি ইতিমধ্যেই চলছিল। 2050 সালের মধ্যে, এই দেশগুলিতে খ্রিস্টানদের উপস্থিতি অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রকৃত জনসংখ্যার পাশাপাশি বেশিরভাগ দেশের জন্য শতাংশে হ্রাস পাচ্ছে। বিশেষ উদ্বেগের বিষয় হল সিরিয়া, যেখানে গৃহযুদ্ধ এখন এক মিলিয়ন শরণার্থীকে প্রতিবেশী লেবাননে বাধ্য করেছে, যার মধ্যে বিপুল সংখ্যক খ্রিস্টান রয়েছে। অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুতি হিসাবে যা শুরু হয়েছিল তা এখন আন্তর্জাতিক অভিবাসনে পরিণত হয়েছে। যদিও এর মধ্যে কিছু অস্থায়ী হতে পারে, এটি সম্ভবত অনেক খ্রিস্টান কখনই ফিরে আসবে না। একই সময়ে, মধ্যপ্রাচ্যের ছয়টি দেশে ব্যাপকভাবে খ্রিস্টানদের আগমন ঘটেছে, বিশেষ করে 1970 সাল থেকে। এর মধ্যে রয়েছে কাতার, কুয়েত, সংযুক্ত আরব।

আমিরাত (UAE), বাহরাইন, সৌদি আরব এবং ওমান। কাতার এবং কুয়েত সর্বাধিক শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রতিটি 10 শতাংশের বেশি পয়েন্ট। এই খ্রিস্টানরা বেশিরভাগই ফিলিপাইন, দক্ষিণ কোরিয়া এবং অন্যান্য দেশ থেকে আসা অভিবাসী যারা তেল উৎপাদন, নির্মাণ, গার্হস্থ্য কাজ এবং পরিষেবা শিল্পে অন্যান্য চাকরিতে কাজ করে। অর্থোডক্স খ্রিস্টানরা মধ্যপ্রাচ্যের বৃহত্তম প্রধান খ্রিস্টান ঐতিহ্য। সবচেয়ে বেশি অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের

দেশগুলি হল মিশর (কপটিক), সাইপ্রাস (গ্রীক) এবং সিরিয়া (আর্মেনিয়ান, গ্রীক এবং সিরিয়ান), এবং এই সম্প্রদায়গুলির প্রত্যেকটি অন্তত 17 শতাব্দীর আগের। অভিবাসন, যাইহোক, অর্থোডক্স চার্চগুলিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে, আঞ্চলিক জনসংখ্যার তাদের অংশ 1900 সালে 11.1% থেকে 2025 সালে মাত্র 2.4%-এ নেমে আসে এবং 2050 সালের মধ্যে 2.3% বা তার কম হতে পারে।

ইউরোপ

20 শতকের মধ্যে ইউরোপ তার ধর্মীয় রূপরেখায় যথেষ্ট বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে। 2025 সালে মহাদেশটি 74.5% খ্রিস্টান। অষ্টোয়বাদী এবং নাস্তিকরা খ্রিস্টানদের পরে সর্বাধিক সংখ্যাসূচক লাভ করেছে এবং একসাথে ইউরোপের জনসংখ্যার 17% এর বেশি (1900 সালে 0.4% থেকে)। অন্যান্য মহান বৃদ্ধি মুসলমানদের দ্বারা করা হয়েছিল, যাদের 1900 সালে 9 মিলিয়ন সদস্য 2025 সালের মধ্যে 53 মিলিয়নেরও বেশি বেড়েছে, মূলত উত্তর আফ্রিকা এবং পশ্চিম এশিয়া থেকে অভিবাসনের মাধ্যমে। একই সময়ে, হলোকাস্ট এবং দেশত্যাগের ফলে ইহুদিরা 2.4% থেকে 0.2%-এ হ্রাস পেয়েছে, বিশেষ করে ইসরায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। মধ্য থেকে আশ্রয়প্রার্থী, উদ্বাস্তু এবং অন্যান্য ধরণের অভিবাসীদের আগমনের কারণে ইউরোপের ধর্মীয় রূপ পরিবর্তিত হয়েছে। পূর্ব, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা এবং অন্যত্র মুসলিম, হিন্দু ও বৌদ্ধদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাদা (খ্রিস্টান) পরিচয়ের আধিপত্যকে খোলাখুলিভাবে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, ইউরোপের প্রগতিশীল মূল্যবোধ পরীক্ষা করে। 2015 সালে শরণার্থী সঙ্কটের উচ্চতায় বেশ কয়েকটি দেশ জেনোফোবিয়ায় একটি স্পাইক অনুভব করেছে, যা মুসলমানদের উপর অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রভাব ফেলেছে।

খ্রিস্টানদের সংখ্যা এবং ইউরোপীয় জনসংখ্যার তাদের অংশ উভয়ই ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাচ্ছে, এর গঠনও পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রথমত, যদিও ক্যাথলিক এবং অর্থোডক্স এখনও ইউরোপের সমস্ত খ্রিস্টানদের মধ্যে 80%-এর কম, স্বাধীনরা এই শতাব্দীতে এবং 2000 এবং 2025 উভয়ের মধ্যেই সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল ঐতিহ্য। দ্বিতীয়ত, অভিবাসন খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করেছে; ইউরোপের সবচেয়ে বড় মণ্ডলীগুলোর মধ্যে কিছু আজ জাতিগত সংখ্যালঘু গীর্জা। মহাদেশীয় ইউরোপ এবং এর চারটি অঞ্চলে, খ্রিস্টধর্ম মূলত ধর্মীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে হ্রাস পাচ্ছে, প্রধানত ধর্মনিরপেক্ষতা এবং মৃত্যুর প্রমাণ হিসাবে অষ্টোয়বাদ এবং নাস্তিকতার দিকে, যখন এটি জন্ম (খ্রিস্টান পরিবারে জন্মগ্রহণকারী) এবং অভিবাসনের মাধ্যমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশত্যাগ খ্রিস্টধর্মের পতনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি ছোট ভূমিকা পালন করে, যখন ধর্মান্তরগুলি খ্রিস্টধর্মকে উদ্দীপিত করতে খুব কম কাজ করে বলে মনে হয়।

ল্যাটিন আমেরিকা

প্রথম নজরে, লাতিন আমেরিকার ধর্মীয় মেকআপ গত 125 বছরে খুব কম পরিবর্তিত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। 9 1900 সালে জনসংখ্যা ছিল 95.2% খ্রিস্টান; 2025 সালে এটি 91.9% খ্রিস্টান। যাইহোক, অন্যান্য বেশ কয়েকটি ধর্ম উল্লেখযোগ্য লাভ করেছে এবং জনসংখ্যার তাদের শতাংশের ভাগ বাড়িয়েছে। প্রথমত, অষ্টোয়বাদী এবং নাস্তিকদের (অধর্মীয়) বৃদ্ধি ঘটেছে; 1900 সালে তারা জনসংখ্যার মাত্র 0.6% এবং 0.02% এর কম ছিল, কিন্তু 2025 সালে 3.7% এবং 0.5%-এ পৌঁছেছে। দ্বিতীয়ত, আধ্যাত্মবাদ এই সময়ের মধ্যে কিছুটা পুনরুজ্জীবনের মধ্য দিয়ে গেছে, বিশেষ করে ব্রাজিলে; সামগ্রিকভাবে, আধ্যাত্মবাদীরা লাতিন আমেরিকার জনসংখ্যার 0.4% থেকে 2.2% হয়েছে। তৃতীয়ত, হলোকাস্টের পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপ থেকে দেশত্যাগের ফলে 20 শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইহুদিদের সংখ্যায় আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত বৃদ্ধি ঘটে। বর্তমানে, ল্যাটিন আমেরিকায় প্রায় 400,000 ইহুদি রয়েছে, বেশিরভাগই আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো এবং ব্রাজিলে, যদিও এই জনসংখ্যা ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে কারণ অনেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ইসরায়েল এবং স্পেনে অভিবাসন চালিয়ে যাচ্ছেন। চতুর্থত, মুসলিমদের সংখ্যা অভিবাসনের মাধ্যমে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে, 2025 সালের মধ্যে 1.9 মিলিয়নে পৌঁছেছে, যদিও আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিলে ক্রমবর্ধমান ল্যাটিনো/একটি মুসলিম সম্প্রদায় বিদ্যমান রয়েছে। অবশেষে, বৌদ্ধ, হিন্দু, চীনা লোক-ধর্মবাদী এবং অন্যান্যরা জনসংখ্যার তাদের শতাংশের ভাগ বৃদ্ধির জন্য সময়ের সাথে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

যদিও 20 শতকে খ্রিস্টানদের সামগ্রিক শতাংশ সামান্য পরিবর্তিত হয়েছে, খ্রিস্টধর্মের অভ্যন্তরীণ গঠন উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। ক্যাথলিকরা সবচেয়ে বড় ঐতিহ্য রয়ে গেছে, কিন্তু প্রোটেষ্ট্যান্ট (ধর্মপ্রচার)

এবং স্বাধীনরা মহাদেশে তাদের খ্রিস্টধর্মের অংশ দ্রুত বৃদ্ধি করেছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রোটেষ্ট্যান্ট সম্প্রদায় যেমন মেস্সিকোতে প্রেসবিটেরিয়ান এবং হন্ডুরাসের ব্রাদারেন, পেন্টেকস্টাল গ্রুপ যেমন গড ইজ লাভ ইন ব্রাজিল এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট হাউস গির্জা যেমন প্যারাগুয়ের পিপল অফ গড এবং এল সালভাদরের এলিম গীর্জা। অন্যান্য স্বাধীন গীর্জাগুলিও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশেষ করে ব্রাজিল এবং মেস্সিকোতে যিশু খ্রিস্টের লেটার-ডে সেন্টস এবং যিহোবার সাক্ষিদের চার্চ। অবশেষে, অর্থোডক্স সম্প্রদায় অভিবাসনের মাধ্যমে (উদাহরণস্বরূপ, ফিলিস্তিনি এবং গ্রীকদের চিলিতে) বা ক্যাথলিক চার্চ (যেমন গুয়াতেমালা) থেকে গণআন্দোলনের মাধ্যমে বৃদ্ধির অভিজ্ঞতা লাভ করেছে।

উত্তর আমেরিকা

20 শতকে উত্তর আমেরিকার ধর্ম উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। 10 মহাদেশটি 1900 সালে 97.1% খ্রিস্টান ছিল এবং 2025 সাল নাগাদ 70.9% এ নেমে আসে। দুটি প্রধান প্রবণতা এই মহাদেশে অধর্মীয় (নাস্তিক এবং অস্ত্রোয়বাদী) সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে, যারা 1920-এর মধ্যে 1920 মিলিয়নেরও বেশি 025 মিলিয়নেরও বেশি বেড়েছে। খ্রিস্টান যারা অস্ত্রোয়বাদী হয়ে উঠেছে; অল্প সংখ্যক নাস্তিক হয়ে গেছে। কানাডা এই প্রবণতা দ্বারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, 125 বছরে এর খ্রিস্টান শতাংশ 30 শতাংশেরও বেশি পয়েন্টে (98% থেকে 60.3%) নেমে গেছে। দ্বিতীয় প্রবণতা হল অভিবাসনের প্রভাব। বিপুল সংখ্যক মুসলিম, বৌদ্ধ এবং হিন্দুরা উত্তর আমেরিকায় চলে যায়, বিশেষ করে 20 শতকের শেষার্ধ্বে। মুসলমান বেড়েছে প্রায় ৭০ লাখ, বৌদ্ধ হয়েছে ৫০ লাখের ওপরে এবং হিন্দু হয়েছে ২৩ লাখে। একই সময়ে, ছোট ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে, অনেকগুলি শতাব্দীর শেষের দিকে প্রতি বছর সাধারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে দুই বা তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অভিবাসন খ্রিস্টধর্মের পরিবর্তিত জনসংখ্যার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসা অভিবাসীদের বেশিরভাগই, উদাহরণস্বরূপ, লাতিন আমেরিকা, এশিয়া এবং আফ্রিকার খ্রিস্টান। উত্তর আমেরিকার খ্রিস্টধর্ম শতকরা হারে হ্রাস পেয়েছে এবং এর অভ্যন্তরীণ গঠনে গভীর পরিবর্তন অনুভব করেছে। প্রোটেষ্ট্যান্টরা, যারা 1900 সালে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, সমস্ত খ্রিস্টানদের অনুপাত হিসাবে নাটকীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে (50% থেকে মাত্র 20% এ নেমে গেছে)। ক্যাথলিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, মূলত লাতিন আমেরিকা থেকে আসা অভিবাসীদের ফল, যখন স্বাধীনরা সবচেয়ে বেশি লাভ করেছে, বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই অঞ্চলের খ্রিস্টান ঐতিহ্যের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম হয়ে উঠেছে। এই ধরনের বৃহত্তম গোষ্ঠী হল চার্চ অফ জেসাস ক্রাইস্ট অফ ল্যাটার-ডে সেন্টস, যার সদর দফতর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উটাহের সল্টলেক সিটিতে অবস্থিত। উত্তর আমেরিকার স্বাধীন গীর্জাগুলি প্রায়শই অন্যান্য গীর্জার সাথে অসন্তোষ থেকে উদ্ভূত হয়, সাধারণত মতবাদ নিয়ে মতবিরোধ থেকে উদ্ভূত হয়। ঐতিহাসিক চালকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল পেন্টেকস্টাল/ক্যারিশম্যাটিক আন্দোলন, মৌলবাদী/আধুনিকতাবাদী বিতর্ক এবং "সত্যিকারের গির্জা" কি গঠন করে, যখন সাম্প্রতিকতম অনুপ্রেরণায় নারীদের অধিকার এবং চার্চে ভূমিকা, গর্ভপাত এবং সমকামী সম্পর্ক নিয়ে পার্থক্য অন্তর্ভুক্ত।

ওশেনিয়া

ওশেনিয়া 1900 সালে 77.4% খ্রিস্টান ছিল, যা 2025 সাল নাগাদ 65.3% এ নেমে এসেছে। তবে এই পরিবর্তনটি তার অঞ্চলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলিকে মুখোশ দেয়। 1900 সালে এই অঞ্চলে মাত্র 15% খ্রিস্টান ছিল, যেখানে 2025 সালে এটি 92% খ্রিস্টান। বিশেষ করে, পাপুয়া নিউ গিনি শতাব্দীতে ব্যাপক পরিবর্তন দেখেছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সনাতন ধর্ম থেকে খ্রিস্টান ধর্মে চলে গেছে - এখন 95% খ্রিস্টান, যদিও অনেকে খ্রিস্টান অনুশীলনের সাথে ঐতিহ্যগত আদিবাসী বিশ্বাসকে একত্রিত করার প্রবণতা দেখায়। আশ্চর্যজনকভাবে, 1975 সালে পাপুয়া নিউ গিনি অস্ট্রেলিয়া (একটি প্রধানত খ্রিস্টান দেশ) থেকে স্বাধীনতা অর্জনের পরে এই বৃদ্ধির বেশিরভাগই ঘটেছে। অস্ট্রেলিয়া/নিউজিল্যান্ড প্রায় 97% খ্রিস্টান থেকে 53% খ্রিস্টান-এ নেমে এসেছে। ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার প্যাটার্ন অনুসরণ করে, ওশেনিয়ায় অধর্মীয় (নাস্তিক এবং অস্ত্রোয়বাদী) সংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা গেছে, যা 1900 সালে 0.7% থেকে 2025 সালে 24.3% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও বেশিরভাগ অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে পাওয়া যায়। একই সময়ে, জাতিগত ধর্মবাদের 1900 সালে 21% থেকে 2025 সালে জনসংখ্যার মাত্র 1%-এ নেমে এসেছে। অন্যান্য ধর্ম একই সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রধানত অস্ট্রেলিয়ায় এশিয়ান অভিবাসনের ফলে। ওশেনিয়ায় বৌদ্ধ, মুসলিম এবং হিন্দুদের সংখ্যা এখন অন্তত 900,000। মাইক্রোনেশিয়াও 1900 সাল থেকে খ্রিস্টান আনুগত্য বৃদ্ধি পেয়েছে, 76% থেকে 93%। গত 125 বছরে

খ্রিস্টধর্মের অভ্যন্তরীণ গঠনও যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়েছে। 1900 সালে ওশেনিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রিস্টানরা প্রোটেস্ট্যান্ট ছিল, যা আংশিকভাবে অ্যাংলিকান, মেথডিস্ট, প্রেসবিটারিয়ান এবং লুথারানদের প্রথম মিশনারি প্রচেষ্টার প্রতিফলন ঘটায়। 2025 সালের মধ্যে, ক্যাথলিক এবং স্বাধীনরা তাদের অনুপাত উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে, যখন প্রোটেস্ট্যান্টরা সমস্ত খ্রিস্টানদের 38% তৈরি করেছে। মহাদেশের বৃহত্তম সম্প্রদায়গুলি বিভিন্ন ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যান্ট (অ্যাংলিকান সহ) এবং অর্থোডক্স গোস্টীর প্রতিনিধিত্ব করে। অনেক দ্বীপ দেশ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অন্যান্য দেশ যেমন তাহিতি থেকে মিশনারিদের মাধ্যমে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল।

উপসংহার

অঞ্চল অনুসারে বিশ্ব খ্রিস্টধর্মের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিশ্বজুড়ে খ্রিস্টধর্মের বৃদ্ধি এবং পতনের বড় চিত্র প্রবণতাকে চিত্রিত করে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবণতা হল উত্তর থেকে দক্ষিণে খ্রিস্টধর্মের ক্রমাগত জনসংখ্যাগত পরিবর্তন, যার প্রভাব রয়েছে ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষা, ঐতিহাসিক সচেতনতা, সামাজিক কর্ম, আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক, ধর্মতত্ত্বের উৎপাদন, লিঙ্গ ভূমিকা এবং আরও অনেক কিছু জন্য। একটি আঞ্চলিক জনসংখ্যার দৃষ্টিভঙ্গিও দেখায় যে কীভাবে পরিবর্তনটি বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেছে এবং ভবিষ্যতে কী প্রবণতা প্রত্যাশিত হতে পারে।